হোয়াইট হাউসের ইফতারে প্রেসিডেন্ট ওবামা
হোয়াইট হাউস
তথ্য সচিবের দফতর
আগষ্ট ১০, ২০১১
ইফতার ভোজে প্রেসিডেন্টের মন্তব্য
ইষ্ট্ রুম থেকে
রাত ৮ টা ৩৫ মিনিট, পূর্বাঞ্চলীয় সময়

প্রেসিডেন্টঃ ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। (করতালি) অনুগ্রহ করে আপনারা সবাই আসন গ্রহণ করুন, আসন গ্রহণ করুন।

আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা, এবং হোয়াইট হাউসে সবাইকে স্বাগতম। আজকের রাতটি এই হোয়াইট হাউসের একটি চমৎকার ঐতিহ্যের অংশ যা কী- না উদযাপন ক'রে থাকে বহু বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যের ধারক হিসেবে গড়ে ওঠা এই জাতির পবিত্র দিনগুলিকে। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে খাঁটি মার্কিন আনুষ্ঠানিকতার উদযাপন- যা বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসীদেরকে একের প্রতি অপরে দায়িত্বের পুন- অংঙ্গীকারসহ তাদের স্রষ্টার সামনে বিনয়ী সমর্পণের জন্য একত্রিত করে – কারন আমরা যে'ই হইনা কেন, এবং যেভাবেই উপাসনা করিনা কেন, আমরা সবাই সেই পরম দয়াময় প্রভুরই সন্তান।

এবার, এই বছর, পুরো আগষ্ট মাস জুড়েই রমজান। তার অর্থ হল দিনগুলো অনেক দীর্ঘ, আবহাওয়া উষ্ণ, এবং আপনারা ক্ষুধার্থ।(হাসি) সে- কারণে আমার বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত।

কূটনৈতিক পাড়ার সদস্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন; দুইজন মুসলমান কংগ্রেসের সদস্য- কীথ এলিসন এবং আন্দ্র কারসনসহ - কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ; এবং আমার সমগ্র প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। এখানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে তাদের সন্মানে একটি দীর্ঘ করতালি দিন।(করতালি)

সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মুসলমান আমেরিকান এবং তার চাইতেও বেশি - সারা বিশ্বের এক শত কোটির'ও অধিক মুসলমানের জন্য রমজান হচ্ছে অনুধ্যানের সময় এবং আরাধনার সময়। এটা একটি উপলক্ষ যেখানে তারা তাদের পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের সাথে একত্রিত হয় সেই বিশ্বাসের উদযাপন করতে যা কী- না পরিচিত এর বৈচিত্র্যতার জন্য এবং সকল মানব জাতির প্রতি ন্যায় বিচারের ও মর্যাদার একটি অঙ্গীকারের জন্য। অতএব আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি রমজানের মোবারকবাদ।

এই সন্ধ্যাটি আমাদেরকে অনন্তকাল যাবৎ একটি মহান ধর্মের দেয়া শিক্ষা এবং একটি মহান জাতির শক্তি নিয়ে টিকে থাকা, উভয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অন্যান্য অনেক বিশ্বাসের মতই, সর্বকাল যাবৎ ইসলামও আমাদের মার্কিন পরিবারের অংশ হিসাবে ছিল, এবং মুসলমান আমেরিকানরা অনেক আগে থেকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় গুণাবলীর সমন্বিত রুপ দানে এবং শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল, আমদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই। বিশেষ করে গত ১০ বছরের জন্য এটা আরো বেশি সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

আর এক মাসের মধ্যে, আমরা সেই বীভৎস আক্রমণগুলির ১০ বছর পুর্তি উদযাপন করব যা আমাদের অন্তরে এত বেশি ব্যাথার কারণ হয়েছিল। যাদেরকে আমরা হারিয়েছি, যে পরিবারগুলো এই ইতিহাস বহন ক'রে চলছে, সেই সব বীর যারা সেই দিন সাহায্যের জন্য ধেয়ে এসেছিল এবং যারা আমাদেরকে কঠিন এই দশটি বছর নিরাপদ রাখার জন্য কাজ করেছিল তাদের সবাইকে সন্মান দেখানো র এটাই হবে সঠিক সময়। এবং আজ রাতে, এটা স্মরণ করার উপযুক্ত সময় যে, এই মার্কিনীরা ছিল মুসলমান মার্কিন পরিবারসহ বিভিন্ন বিশ্বাস থেকে এবং বিভিন্ন পটভুমি থেকে আসা গর্বিত দেশপ্রেমিক মার্কিন পরিবারসমুহ।

ওই বিমানগুলোতে থাকা মুসলমান যাত্রীদের সবাই নির্দোষ ছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন একটি তরুণ বিবাহিত দম্পতি যারা তাদের প্রথম সন্তানের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা টুইন টাওয়ারে কাজ করতেন -জন্মসুত্রে আমেরিকান এবং নিজ পছন্দে আমেরিকান, সেই সব অভিবাসী যারা তাদের সন্তানদের উন্নত জীবনের জন্যই এই মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচক এবং খাবার পরিবেশনকারী, আবার তাদের মধ্যে ছিলেন বিশ্লেষক এবং নির্বাহী পদাধিকারীরাও।

সেখানে, সেই টাওয়ারগুলোতে যেখানে তারা কাজ করতেন, তারা সেখানে একত্র হতেন নিত্য দিনের নামাজ আদায় করার জন্য এবং ইফতাররের সময় আহার গ্রহণের জন্য। তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলেন – বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, তাঁদের সন্তানদেরকে কলেজে পাঠানো, সম্পুর্ণ যোগ্যতাবলে প্রাপ্ত অবসর উপভোগ করার দিনগুলির দিকে। আর, তাঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে অনেক আগেই ছিনিয়ে নেয়া হ'লো। এবং আজ, তাঁরা তাঁদের পরিবারের এবং একটি জাতির ভালবাসার মধ্যে বেঁচে আছেন যারা কখনই তাঁদেরকে ভুলবেনা। আর আজ রাতে, এই ৯/১১'এর কিছু পরিবার আমাদের সাথে যোগ দেয়াতে আমরা তাঁদের কাছে গভীরভাবে বিনীত হচ্ছি, আমি তাঁদেরকে অনুগ্রহ ক'রে উঠে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করব যাতে তাঁদের আমরা চিনে নিতে পারি, (করতালি)।

মুসলমান আমেরিকানরাই ছিল প্রথম সাড়াদানকারী - প্রাক্তন পুলিশ ক্যাডেট যে ঘটনাস্থলের দিকে সাহায্যের জন্য দৌঁড়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে হারিয়ে গিয়েছিল তার চারদিকে টাওয়ারটি ভেঙ্গে পড়ার পর; জরুরী চিকিৎসা দল যারা অনেককেই নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করেছিল; সেবিকারা যারা অনেক ভুক্তভোগীদের যত্ন নিয়েছিল; পেন্টাগনের নৌ- বাহিনীর অফিসাররা যারা সেই আগুনের মধ্যে দৌঁড়ে গিয়েছিল এবং আহতদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছিল। আজ এই দশম বার্ষিকীতে, আমরা এইসব নারী- পুরুষদের প্রতি সম্মান জানাই তাঁরা আমাদের সামনে যা হয়ে উঠেছে সে কারণে - আমেরিকার বীর।

এটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বিগত এই দশ বছরের প্রতিদিন মুসলমান আমেরিকানরা পুলিশ এবং দমকল বাহিনী'র লোক হিসেবে আমাদের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে সহায়তা দিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই আজ আমাদের সংগে যোগ দিয়েছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে থেকে তারা আমাদের মাতৃভূমিকে নিরাপদ রাখেন, তারা আমাদের গোয়ন্দা তথ্য আহরণে এবং সন্ত্রাস বিরোধী প্রচেষ্টায় নির্দেশনা দেন এবং তারা সকল মার্কিনীদের নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে সমুন্বত রাখেন। সুতরাং, এতে কোন ভুল নেই যে মুসলমান আমেরিকানরা আমাদেরকে নিরাপদে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

আমরা এটা দেখতে পাই আমাদের সামরিক পোষাকধারী হাজার হাজার মুসলমান আমেরিকানসহ সাহসী নারী-পুরুষদের কাজের মধ্যে। যুদ্ধের সময়, তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল এটা জানা সত্বেও যে তাদেরকে দূরে বিপদসঙ্কুল স্থানে পাঠান হতে পারে। আমাদের সৈনিকরা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে আসে। কিন্তু প্রতি দিনই তারা একটি আমেরিকান দল হিসাবে একত্রিত হয় এবং সফল হয়।

যুদ্ধের কঠিন দশটি বছরের সময়কালে, আমাদের সৈনিকরা শ্রেষ্ঠত্তের সাথে এবং সম্মানজকভাবে কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন একজন আর্মি স্পেশালিস্ট করিম খান। ৯/১১ চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে দেশের সেবায় তিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন ইরাকে, তিনি বর্তমানে আর্লিংটনে তাঁর সতীর্থ বীরদের সাথে শায়িত আছেন। আর আমরা আজ রাতে করিমের মা এলশেবা'কে আমাদের মাঝে আসার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাই। (করতালি)। করিমের মত, এই প্রজন্ম ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিয়েছে, এবং আজ রাতে আমি আমাদের সব সৈনিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলব- ৯/১১'র প্রজন্মের সদস্যরা – আপনারা দাঁড়ান এবং আমাদের সতীর্থ আমেরিকানদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। (করতালি)

এই বছর এবং প্রতি বছর, আমরা অবশ্যই আমাদেরকে প্রশ্ন করিঃ কিভাবে আমরা আমাদের এইসব দেশপ্রেমিকদেরকে - যারা প্রাণ দিয়েছেন এবং যারা সেবা দান করেছেন তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাব? স্মরণ করার এই মৌসুমে, উত্তরটি হয় একই, যেমনটি ছিল ১০'টি সেপ্টেম্বর পূর্বে। আমাদেরকে সেই আমেরিকা হতেই হবে যেটার জন্য তারা বেঁচে ছিল, এবং যে আমেরিকার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছিল, যে আমেরিকার জন্য তারা আত্মত্যাগ করেছিল।

এটা এমন এক আমেরিকা, যা শুধুই মানুষের ভিন্ন পটভূমি এবং বিশ্বাসকেই বরদাশত করে তা- ই নয়, বরং এটা হচ্ছে সেই আমেরিকা যেখানে এই বৈচিত্র্যতার মধ্য দিয়েই আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি। এটা এমন এক আমেরিকা যেখানে আমরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদার সাথে আচরণ করি, এটা স্মরণ রাখি যে এখানে, যুক্তরাষ্ট্রে "তাদের" বা "আমাদের" ব'লে কিছু নেই, আছে শুধুই "আমাদের"। এটা সেই আমেরিকা যেখানে আমাদের মৌলিক স্বাধীনতা এবং অপরিবর্তনীয় অধিকারগুলোকে শুধু সংরক্ষণই করা হয়না বরং সবসময় নবায়ন করা হয় - নুতনত্ব দেয়া হয় – তাদের মধ্যে একটি হল প্রত্যেকেরই নিজের মত ক'রে উপাসনা করার অধিকার। এটা সেই আমেরিকা যা গোটা বিশ্বের মানুষের অধিকার এবং মর্যাদার জন্য পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা মধ্যপ্রাচ্যের বা উত্তর আফ্রিকা'র কোন স্বাধীনতাকামী তরুণ বা তরুণী যে- ই হোক না কেন, অথবা হর্ণ অফ আফ্রিকার কোন ক্ষুধার্ত শিশুই হোক না কেন, আমরা সেখানে জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ ক'রে চলেছি।

খুব সাদামাটাভাবে বলতে গেলে, আমাদেরকে অবশ্যই সেই আমেরিকা হতে হবে যা কী- না একটি পরিবারের মত এগিয়ে যায়, আমাদের আগের প্রজন্মগুলোর মতো, মহা- পরীক্ষার দিনগুলিতে একত্রে ধরে রাখার মতো, আমাদের মূল্যবোধগুলোর ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ থেকে সেইসাথে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবো। এটাই হচ্ছি আমরা এবং অবশ্যই আমাদের সকল সময় সেরকমটা হয়েই থাকতে হবে।

আজ রাতে, আমরা যখন পরম শ্রদ্ধার বর্ষপুর্তির কাছে এসে পৌছেছি, আমি আমাদের জাতির জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত কোন মঙ্গল কামনা কল্পনা করতে পারছিনা। অতএব, ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন আর সেই সাথে ঈশ্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ। (করতালি)

সমাপ্তি ৮ টা ৪৩ মিঃ পূর্বাঞ্চলীয় সময়

প্রেসিডেন্ট ওবামা অতিথিদেরকে একটি ইফতার ভোজে হোয়াইট হাউজে স্বাগত জানান।